গ্রিক ভারতের মালানা মুখ । ছবি : রাজেশ রক্ষিত

সব আদির মধ্যেই একটা মিশ্রণ কাজ করে

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

(সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, মহাকাব্য/পুরাণ বিশেষজ্ঞ)

বঢ়াপীড়াভিরামং, মৃগমাদাতিলকম্ কুণ্ডলাক্রান্তগাঢ়ম্। কুঞ্জাক্ষম্ কম্বুকণ্ঠম্। স্মিতাশুভাগমুখম্। সাধারেণ্যস্তবেস্থুম্। শ্যামং শান্তম্। ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনম্। ভূষিতম বৈজয়ন্তিয়া বন্দে বৃন্দাবনস্থম্। যুবতি-শনবৃতম্। ব্রণম্যগোপালমীশম্।"

আমার এই প্রাণারাম পুরুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। আমার দিদি সুকুমারি ভট্টাচার্য তিনি ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তাঁর উপর সেই আশীর্বাদ সবসময় দিয়েছি। কারণ, আমি যাঁকে বিশ্বাস করি তাঁর আশীর্বাদ তাঁর উপরে পড়ুক। তিনি গ্রহণ করবেন নিশ্চয়।

তাঁর স্মরণে আজকের আলোচনার বিষয় আদিবাসী ও আধুনিকতা

আদিবাসী কথাটা আমার কাছে খুব interesting। শুনলেই বোঝা যায় যে এরা আগে ছিল, অন্যেরা পরে এসেছে। এই খুব সোজা কথা। এভাবে যদি জিনিসটা

Define করা যায় তাহলে যাঁরা এসে সভ্যতার বিকাশ ঘটালেন এখানে, তাঁরা যেহেতু ভাষার দিক থেকে এবং আরও অন্যান্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে, সেখানে তাঁরা এগিয়ে গেলেন, এবং আদিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব culture, নিজস্ব ভাষা এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে থেকে গেলেন। কিন্তু কী হয়, সব জিনিসটাই একটা mixture, এমনভাবে তৈরি হয় যে আমি খুব অবাক হই, আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করেন লোকে।

একজন যেমন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাকে। আচ্ছা, বামুনদের কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল বলুন তো? আমি বললাম, যে দেখুন এই যে অনাদি অনন্ত আদিমধ্যহীন সংসার, কতদিন থেকে চলছে জানা নেই। তা বামুনরা তো বলবেন যে আমরা প্রথম থেকেই ছিলাম। তাহলে প্রথম থেকে থাকলে পরে তাঁরাই আদিবাসী হন। আবার যাঁরা অন্যেরা, তাঁদের নামটা তাহলে আদিবাসী হল কেন? তাহলে সমস্যা দাঁড়ায় যে ওঁরাই পরে এসেছেন। এই যে একটা অদ্ভুত চক্র চলতে থাকে এবং তাঁর কোনো সমাধান তো হয় না। আসলে সমাধানটা এইখানে যে সবসময়ই একটা culture, আর একটা culture এবং আরো একটা culture তাদের প্রত্যেকেরই একটা আদি আছে এবং তারা প্রত্যেকেই কিন্তু আদিবাসী। এটা আমার মনে হয়। এবং ultimately মিশ্রণটাও এমনভাবে তৈরি হয়। যেটাকে আমরা যতই বলি না কেন শংকর জাতি। যতই বলি না কেন অন্য কিছু, মহাভারতের একটা অদ্ভুত লাইন আছে। দেখ—যখন মানুষ জন্মালো সমস্ত মানুষ ব্রাহ্মণ ছিল।" এটা একটা সাংঘাতিক কথা। তারপরে আচার অনুষ্ঠানের যে ভাবনা সেই জায়গাটায় আস্তে আস্তে মানুষের যে পতন ঘটতে থাকল, সেইখান থেকে তাদের অন্যান্য বর্ণ তৈরি হল। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তৈরি হল। একটা কর্মভিত্তিক theory আছে। ভগবৎগীতার মধ্যে আছে, যে— "চাতুর্বর্ণম, ময়াসৃষ্টাম্ গুণাকর্মবিভাগশ।" এই যে অদ্ভুত culture-এর যে জায়গাটা—কী হয়, আমার ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে হয় যে, যেদিন থেকে তাঁরা নিজেদের culture-কে আলাদা করছেন। মিশ্রণটাও কিন্তু সেদিন থেকেই হচ্ছে। এটা একটা ঘটনা। কেননা না হলে আমরা একেবারে বৈদিক কালের মধ্যে যে কতগুলো শব্দরাশি পেয়েছি সেগুলো সব একেবারে Non aryan stock থেকে আসছে। যেমন ধরা যাক সিঁদুর। যা নিয়ে আমাদের এত, শাঁখা-সিঁদুর নষ্ট হয়ে যাবে, কত যাত্রাপালা হয় 'সিঁদুর নিও না মুছে' ইত্যাদি। তো এই যে সব সিন্দুর—এই সিন্দুর শব্দটা কিন্তু Non aryan stock থেকে আসা। শার্দুল, যেটা পরবর্তী কালে একেবারে সংস্কৃত শব্দ বলেই চিহ্নিত সেটা এসেছে প্রাকৃত থেকে। আরও অবাক লাগে যে, একটা শব্দ, যে শব্দ সংস্কৃত ছিল তার থেকে প্রাক্রিটাইজড হয়ে গেছে, সেটা আবার সংস্কৃত ফিরে এসেছে। এটা তো সাংঘাতিক। তার মানে কি মিশ্রণ এই যে প্রক্রিয়া; সেটা কিন্তু দুই আদিবাসীর মধ্যেই চলে। আমরা যতই আলাদা করে থাকি না কেন, আমরাই হচ্ছি প্রথম, তা কখনো হয় না।

সমস্ত প্রথমের মধ্যেই একটা মিশ্রণ তৈরি হতে থাকে। আমার মাস্টারমশাই ছিলেন কালিদাস ভট্টাচার্য। ওরকম মাস্টারমশাই আর পাব না কখনো। কোনো Contribution নেই। লেখা-লেখি করেননি কিছু। এরা যদি লিখতেন তাহলে আমরা কোথায় যেতাম, আমি তাই ভাবি মাঝে মাঝে। এঁরা শুধু পড়িয়েই গেলেন সারাজীবন। আমরা সে সময় কালিদাসের মেঘদূত পড়ছিলাম। তিনি মেঘদূত পড়াচ্ছিলেন এবং বলাবাহুল্য যে কালিদাসবাবু সবসময় অপ্রসঙ্গেই পড়াতেন। অর্থাৎ কিনা যদি ব্যাকরণের ক্লাস হয় তিনি কাব্য পড়াতেন, যদি কাব্যের ক্লাস হয় তিনি ব্যাকরণ পড়াতেন। এটাই হচ্ছে সমস্যা। তাঁর এইটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি একদিন পড়াচ্ছিলেন—কালিদাসের যে যক্ষ সে কোথাও তাঁর প্রিয়াকে দেখতে পাচ্ছে না বলে একটা শ্লোক উচ্চারণ করছে,—যে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে।" "চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্।" এই চকিত হরিণীদের যে দৃষ্টিপাত তার মধ্যে তোমার চোখটাকে দেখছি।

"বরাহ ভাবেষু কেশম্।"—ময়ুরের পেখম তোলার মধ্যে আমি তোমার গুচ্ছচুলের আভাষ পাচ্ছি। সর্বত্র তোমাকে এই খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখছি কিন্তু "ক্বচিদপিনতে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি"—কিন্তু হে চণ্ডি কোথাও তোমার পূর্ণ রূপের সাদৃশ্য পাচ্ছি না। এই 'চণ্ডি' কথাটা যখন উচ্চারিত হল, তখন কালিদাসবাবু বলেছিলেন যে—চণ্ডি কথাটার সাধারণ অর্থ হল খুব রেগে গেছে সে। আমরা যেরকম রুদ্রচণ্ডী, রেগে চণ্ডী—এসব শব্দ আমরা এখনও উচ্চারণ করি। তো উনি বলেন যে—সমস্ত টীকাকারেরা লিখেছেন "চণ্ডী কোপনোস্বভাবে সম্বোধনে"—অর্থাৎ হে কোপনোস্বভাবা। তিনি বলছেন যে একটা লোককে কেন হঠাৎ কোপনোস্বভাবা বলতে যাবে কেন, ভালোবাসার যে মানুষটা তাকে হঠাৎ কোপনোস্বভাবা বলতে যাবে কেন। এমন হতে পারে যে রাগলে পরে কখনো কখনো সুন্দরী মেয়েদের খুব সুন্দর লাগে কিন্তু সেই রকম স্বভাবের কথা এখানে বলার কথা নয়, এই বিরহের অবস্থান এখন বলার কথা নয়। আসল কথাটা কি? উনি বলছিলেন একটি শব্দ কিভাবে তার Development হয়—এই সূত্রে তিনি বলেছিলেন দেখ আসলে শব্দটা ছিল "চন্দ্রি" অর্থাৎ চাঁদের চোয়ানো মুখ, এরকম একটা। চাঁদের মতো মুখ। এই "চন্দ্রি" থেকে যদি এটা প্রাকৃত ফর্ম হয়, তবে "চণ্ডী"। এই যে প্রাকৃত ফর্ম ঘটনাক্রমে সেটা কিন্তু সংস্কৃতে চলে এল। অর্থাৎ কিনা "চণ্ডী" চলে এল। আমার বক্তব্য হচ্ছে যাঁরা Lower run of the society থেকে উঠে আসছে তাদের যে ভাষা, এই ভাষা নিয়েই কিন্তু যত আন্দোলনের মূল—কে আদিবাসী আর কে নয়, এটার একটা বড় Impact কিন্তু ভাষার জায়গায় আছে। আরও আশ্চর্য হবেন শুনলে—এই যে চণ্ডী বইখানা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। আমার খুব অবাক লেগেছিল যে— প্রথম যখন আরম্ভ হচ্ছে বলা হচ্ছে—একজন রাজা,

সুরথ রাজা, তিনি ধ্বংস হয়ে গেছেন, তাঁর রাজ্য চলে গেল এবং সেই চলে যাবার মুখে কী হল যে তার রাজ্যটা কারা কেড়ে নিল, চণ্ডীতে বলা হল যে—"কোলাবিধ্বংসীনস্তদা"। আমার মনে হল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যে এমন একটা শব্দ যার মানে বোঝা যায় না। টীকাকাররা অর্থ করলেন, যেকোনো নামজাদা একজন টীকাকার "কোল" মানে হচ্ছে যারা শূয়োরের মাংস খায় আর "অবি" মানে যারা ছাগ মাংস খায়, এই "কোল" এবং "অবি" এরা রাজ্যটা নিয়ে নিল অর্থাৎ একটা ম্লেচ্ছ বর্বর জাতি তারা সুরথ রাজার রাজ্য নিয়ে নিল। পরবর্তী কালে আমি অনেক ভেবেছি যে কী আশ্চর্য আমাদের দেশে "কোল" বলে তো একটা আদিবাসী জাতি আছে। কোল-ভিল-মুণ্ডা আমরা ছোট বেলায় Geography থেকে পড়ছি। তো why not that "কোল"। পরবর্তী কালে বুঝেছি ঘটনাক্রমে এঁরাই। সত্যি তাঁরা কোলই হবেন, যাঁদের তাঁরা যবন বলছেন, ম্লেচ্ছ বলছেন। তারাই কিন্তু এর রাজ্যটা নিয়ে নিয়েছেন। "কোল" কিভাবে সেটা শুয়োরের অর্থ হয়—এটা আমাদের বুদ্ধিতে আসেনি। টীকাকারেরা কেন বলেছেন, তা বলতে পারব না। কিন্তু তাঁরা যে এটা করেছেন, সেটা আমি খুব সার্থক অর্থ বলে মনে করি না। আমার মনে হয়, যে এই আদিবাসীদের উল্লেখ করাই এখানে হয়েছে। ঠিক এই জায়গা থেকে সরে যদি আসি, তাহলে এটা বলতে হবে, আমাদের প্রাচীন জনজাতির মধ্যে আদিবাসীরা, যাঁরা ছিলেন। খুব প্রাচীন কালের অবস্থাটা, আমি যেটা ছাড়া বলতে পারি না, ক্ষমতা নেই আমার। সেটা হচ্ছে এইরকম—ওদের যে সামাজিক status এটা খুব আশ্চর্য যে প্রত্যেক রাজা রাজরা যারা Aryans বা Aryanized তাঁরা কিন্তু এদের সঙ্গেই গড়ে উঠছেন। যুধিষ্ঠির যখন ইন্দ্রপ্রস্থ পেলেন রাজা হিসেবে, তখন যেরকম প্রচুর লোক আসছে সমস্ত নজরানা, নিয়ে তাঁকে দেবেন বলে। সেখানে কিন্তু এই জনজাতিদের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যারা সব আদিবাসী জনজাতি। কিন্তু তাঁরা যে আসছে তাদের সমস্ত দ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে দেবেন বলে বা উপঢৌকন দিচ্ছেন সেগুলো। সেগুলোর কিন্তু প্রকার অদ্ভুত যে তারা বেশ বড় লোকই ছিলেন বলে মনে হয়। কেননা যে সমস্ত জিনিস দিচ্ছেন সে সমস্ত জিনিসের প্রথম পরিচয় দেওয়া হচ্ছে "সাগরাণুপবাসীন", অর্থাৎ সাগরের ধারে ধারে থাকেন। এই একটা। দ্বিতীয় হচ্ছে—"অনুপ্রদেশ"। অনুপদেশ হচ্ছে মোটামুটি Marshl Land, যেখানে জলও আছে অথচ শুকনো জলাভূমি। তাহলেই বোঝা যায় মূল যে ভূখণ্ড তার প্রান্তিক জায়গাগুলো, সে জায়গাগুলোয় তাঁরা বসবাস করতেন। তাঁরা নিয়ে আসছেন কী? "চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি"—চন্দন নিয়ে আসছেন, অগুরু গন্ধ নিয়ে আসছেন, বস্ত্র নিয়ে আসছেন, এবং তাঁদের নিজেদের বোনা বস্ত্র নিয়ে আসছেন। "রত্নানিবিবিধানি চ"—বহু রকমের রত্ন এবং এটা শুনলে খুব আশ্চর্য লাগবে যে তখনকার দিনে রত্ন বলতে শুধু সেটাই বোঝাত

যা সাগর থেকে উঠত। কারণ, সাগরের একটা নাম কিন্তু "রত্নাকর"। এটা মনে রাখার দরকার আছে। কাব্য রত্নাকর ইত্যাদি শব্দ যখন used হয় তখন সাগর অর্থে রত্নাকর শব্দটি ব্যবহার হয়। সমুদ্র থেকে ওঠা যে বিচিত্র রকমের সেটা প্রবালই হতে পারে কিংবা অন্যান্য বস্তু হতে পারে। সেই সব জিনিস তারা নিয়ে আসছেন। "মণি"—মণি নিয়ে আসছেন। এবং "মৌক্তিককম্বলম্"—মুক্ত নিয়ে আসছেন। আজ থেকে আট বছর, দশ বছর, পনেরো বছর আগে যারা পুরী গেছেন তাঁরা মুক্তর কিরকম বিস্ফার সেটা লক্ষ করে থাকবেন হয়তো। সমুদ্রতীরে কী পরিমাণ মুক্ত পাওয়া যেত, মুক্ত চাষ আরম্ভ হয়েছে এখন। ফলত মুক্ত এখন অনেক বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু তখনও পাওয়া যেত। তাহলে এই যে সাগরের ধার বলে একটা উল্লেখ করা হল। "সাগরণুপবাসিন"—This is important যে আমরা তাদের খানিকটা প্রান্তিক জায়গায় স্থান দিয়েছি। এই যে জায়গাটা সেখানে কতগুলো জনজাতির নাম করা হচ্ছে। যেমন—যবন, চিন্, কম্বজ, বৈশ্য—তাদেরও ম্লেচ্ছ বলা হচ্ছে, শূদ্র, আভির, দরদ, কাশ্মির, পশু, খাসির, অন্তচার পহ্নব, গিরিগহ্বর—এটা একটা জনজাতির নাম, infact তারা পাহাড়ের গুহায় গুহায় থাকে, আত্রেয়—এটা একদম Brahminized একটা নাম, অত্রি তার থেকে আত্রেয়, ভরদ্বাজের নামও কিন্তু আছে সেখানে, মুনিঋষির নাম কিন্তু সেটা, স্তন পোষিক, পোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হন্যমান, করভঞ্জক ইত্যাদি এবং পুরাণে যদি দেখা যায় সেখানে আরও কতগুলি পরিষ্কার জনজাতির নাম পাওয়া যাবে কিরাত, হুনাধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশা ইত্যাদি যাদের কখনো কখনো পুলিকো বলা হয়েছে, কুলথ্য বলা হয়েছে, অঙ্গলোক বলা হয়েছে এবং দ্রুহ—অর্থাৎ সবসময়ই তারা ঝগড়াঝাটি করছে। এরকম শব্দগগুলোও কিছু কিছু আছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে সব জনজাতি এরা কিন্তু একটা অদ্ভুত Generic শব্দের মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন যারা এখানকার আদিবাসী বলে আমি মনে করি। আমার ছোটবেলায় যখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, সেখান থেকে এই সাত-আট বছর বয়সে যখন এখানে আমি এসেছি তখন আমার ভাষা নিয়ে, আমার মাসতুতো বোন, আমার ভাইরা সবাই হাসত। এতটাই হাসত যেটা আমার পক্ষে খুব সম্মানজনক ছিল না। আমার এরকমও মনে আছে আমি আমার তিনমাস চারমাসের বড় দিদিকে সন্ধেবেলায় আমি বলছি তুমি কি হাস্তর জান? তো সে বেচারাতো ভীষণ অবাক হয়ে গেল যে হাস্তর জান কি বলছে এটা। আমাদের ছোটবেলায় যে গ্রাম, সেই গ্রামে রাত কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়। এখনকার গ্রাম দেখলে বোঝা যাবে না। যেখানে সবসময় বিদ্যুৎ কবে আসছে, সেটা নিয়েও চিন্তা হচ্ছে। আমাদের গ্রামগুলো যেগুলো ছিল অন্তত পূর্ববঙ্গে তো আরও, সেটা কিরকম অবস্থায় ছিল যারা সেখানে থেকেছেন তারা বুঝতে পারবেন। সন্ধ্যে আটটা মানে গভীর রাত হয়ে যাচ্ছে সেখানে। এই রকম

একটা। লণ্ঠনের আলো আর কতক্ষণ জ্বলবে, এই রকম একটা অবস্থা। এই অবস্থায় বাবা-মার কাছে কিংবা ঠাকুমা-দিদিমার কাছে কিংবা পিসিমা। তখনকার দিনে যে বড় একটা society ছিল সেখানে বিধবা পিসি এবং বেকার কাকা এরাই সংসার রক্ষা করতেন, আমার নিজের যা মনে হয়েছে। চিরকাল। বিধবা পিসিরা না থাকলে পরে সংসার রক্ষা হত না। যিনি মূল গৃহস্থ তার পক্ষে কতটা সম্ভব হত আমার সন্দেহ হয়। ফলত তখনকার দিনে বিধবা পিসি আর বেকার কাকা were most important persons in a household আমার নিজের মনে হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সন্ধেবেলায় গল্প শোনা ছাড়া আর কিছু উপায় থাকত না। আমাদের Relaxation-ই কি হতে পারে। টিভি তো দূরের কথা। তো সেই সন্ধেবেলায় আস্তরণ বিদ্যুতের আলোর মধ্যে যখন আমার দিদিকে জিজ্ঞেস করলাম যে হাস্তর জান? তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। এবং হাসিতে ফেটে পড়লেন যে কী বলছে? তখন আসলে আমার মা বলেছিলেন যে—আরে হাস্তর বুঝস না, হাস্তর হল শাস্ত্র। তখন তো বুঝিনি, কিন্তু পরবর্তী কালে বুঝেছি যে বাঙালদের নিয়ে কত ভাবনা হয়েছে। ভাষা নিয়ে কত ভাবনা হয়েছে। এমন শব্দ উচ্চারণ হয়েছে যা আমি বলে থাকি সর্বত্র। "আশীর্বাদং নগরায়াৎ পূর্ববঙ্গনিবাসীনা"। পূর্ব বঙ্গের লোকেদের কাছ থেকে কখনো আশীর্বাদ নিও না। কেননা—"শতায়ুরীতি বক্তব্যে হতায়ুরীতি রুচ্যতে"। যারা শতায়ু বলার সময় হতায়ু বলে ফেলে। কাজেই হতায়ু হও—সেই দেশের লোক আমি। ফলে আমাকে দেখে তাদের কিরকম অবস্থা হতে পারে এবং তদোবধি আমি বুঝেছি যে ভাষা হচ্ছে এমন একটা জিনিস যা আদিবাসীদের থেকে চিরন্তন শহুরে। যারা Aryans ভদ্রলোক তাদের আলাদা করে দিয়েছে। এটা যে প্রথম ভাষার ভিত্তিতেই আলাদা হয়েছিল সেটার একটা খুব বড় প্রচার আছে। আমাদের Great পতঞ্জলীর মহা ভাষ্যে। তাঁর মতো বৈয়াকরণ আর পৃথিবীতে আছে বলে মনে করি না। এত বড় বৈয়াকরণ। তিনি এক জায়গায় বলছেন যে তিনি নিজে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুরোহিত ছিলেন। তখনকার দিনের পুরোহিত কিন্তু আজকালকার দিনের এই চালকলা মার্কা পুরোহিত নয়। পুরোহিত একটা বিশাল Position, সেই Position-এ তিনি এরকম বলতে যাচ্ছেন, এত গর্ব তাঁর। যিনি বৌদ্ধ শাসন প্রায় সরিয়ে দিয়ে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ রাজা হলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে বলছেন—"ইহ পুষ্যমিত্রং যাযয়াম"—আমি পুষ্যমিত্রের যাযনা করতে যাচ্ছি। এই যে গর্ব পৌরহিত্যের সেই পৌরহিত্যের ভাবনা থেকে বলছেন যে—ব্যাকরণটা পড়া দরকার। ব্যাকরণটা কেন পড়া দরকার অনেকগুলো Reasons দিচ্ছেন। তার মধ্যে একটা Reason "নম্ ম্লেচ্ছিতায়ৈ"—যাতে করে ম্লেচ্ছদের ভাষায় কথা না বলি। সেই জন্যে ব্যাকরণ পড়ার দরকার। "ম্লেচ্ছমাভূম ইত্যধ্যয়েন ব্যাকরণঃ"। এই যে ম্লেচ্ছ শব্দ এইটা আমার কাছে সেই Generic শব্দ

যেখানে সমস্ত আদিবাসীরা ভেতরে ঢুকে গেছেন। আমার মনে আছে বাঙাল ভাষায় উল্লেখ করেই বলি যে আমাদের ছোটবেলায় যদি এমন কিছু করা হত, যেমন ধরা যাক আমি খুব এমন একটা পর্যুসিত জামাকাপড় পরে আছি, যেটা অনেক দিন ধরে পরছি কিংবা এমন একটা খাবার, যে খাবার অর্থাৎ কিনা একজন খেয়ে গেছে সেই খাবার জায়গার থালা তুলে নিয়ে সেইখানেই বসলাম। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের প্রাচীনেরা খুব পছন্দ করতেন না। ওরা একটা শব্দ ব্যবহার করতেন বাঙাল ভাষায়। বলতেন ম্যাল্লোচ। আমি ভাবলাম ম্যাল্লোচ—আমার খুব strike করত এ শব্দটা। এর অনেক অনেক পর যখন সাধারণভাবে একটু বিদ্বান হবার চেষ্টা করছি, তখন বুঝেছি যে এই ম্যাল্লোচ শব্দটা কত গভীর। তার মানে কেউ এই যে আচার আচরণ পালন করছেন না তারাই ম্যাল্লোচ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ।

দেখুন মজাটা কি হয়, ভাষাভিত্তিক যে আলাদা হয়ে গেলাম আদিবাসী বলে সেটা কিন্তু পরবর্তী কালে culture-এর মধ্যে ঢুকে যায়। culture-এর মধ্যে কিভাবে ঢুকে যায়? পরবর্তী কালে পুরাণগুলোতে বলা হচ্ছে যে ম্লেচ্ছ হচ্ছেন তারাই যাঁদের স্ব-সংজ্ঞা থাকে কথা বলার। অর্থাৎ কিনা নিজের ভাষায় তারা যে কথা বলে সেটা তাদের স্ব-সংজ্ঞা, তাদের নিজস্ব ইঙ্গিত। Every language is a gesture langue। যা দিয়ে আমরা প্রমাণ করি যে আমরা আমাদের মতো করে ভাষা বলছি। এই যে ভাষা ভিত্তিক Differenceটা তৈরি হয় পরবর্তী কালে রোমিলা থাপার যারা আছেন, যাঁরা প্রচুর কাজ করেছেন। এমনকি অল্কাপরাশর যারা আছেন, যারা ম্লেচ্ছদের উপর কাজ করেছেন। যা থেকে আমিশ সেদিন "মেলুহা' লিখে ফেলে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল প্রায়। এই যে "মেলুহা" এই মেলুহা মানে কিন্তু ম্লেচ্ছ। আর কিছুই নয়। এখন এই যে ম্লেচ্ছ জনজাতি তাদের মধ্যে কারা না পড়ছে। যখন বিশাখ দত্তের "মুদ্রারাক্ষস" শেষ হচ্ছে তখন বলছেন যে "ম্লেচ্ছই উদ্‌বিজ্যমানা ভূজযুগমধুনা।" এই ম্লেচ্ছের দ্বারা উদ্বিগ্ন যে রাজ্য তাকে চন্দ্রগুপ্ত রক্ষা করছেন। এখন এই যে চন্দ্রগুপ্ত রক্ষা করছেন ম্লেচ্ছদের দ্বারা উদ্বিগ্ন রাজ্য, এই ম্লেচ্ছ কারা? এই ম্লেচ্ছদের মধ্যে কিন্তু বাইরের Foreignersরা আছেন অর্থাৎ শক, সাইরিয়ানস্‌রা আছেন, অন্যেরা যবন বলতে যারা, তাঁরা আছেন। এই যে "যবন" শব্দটা কোন কালের। আমার তো অদ্ভুত লাগে, যখন "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" পড়াতে যাই তখন রাজাকে দেখছি তিনি যে সমস্ত মহিলাদের দ্বারা আবৃত. পরিবারিত চারদিকে এবং তাঁরা সমস্ত ধনুর্বাণ হাতে ব্যবহার করতে পারে। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর মধ্যে এই বার্তা রয়েছে, যে তাঁর যারা Body Guards তাঁরা কিন্তু পুরুষ নয়, মহিলা। আমি এটা বলতে চাই এবং বলতে enjoy করি যে কালিদাস যাঁদের কথা বলছেন, তার কিছুদিন আগে অর্থাৎ 4th Century A. D. তে যদি কালিদাস হন এবং আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ যদি

৩২৬ খৃঃ পূঃ হয়ে থাকে তো ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণ গ্রীকরা এসে গিয়েছিলেন এবং সেলুকাস থেকে গিয়েছিলেন এবং তার মেয়ের সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল একটা এরকম শোনা যায়। এখন এই যে ব্যাপারটা, এই মেলামেশাটা কিন্তু এমন অবস্থাতেই ছিল যে প্রচুর পরিমাণ গ্রীক রমণীরাও থেকে যেতে পারেন তাহলে "যবনিভিপরিবারিত দুষ্মন্ত" আসে কি করে? আমার তো আশ্চর্য লাগে শুনলে, ভালোও লাগে শুনলে যে সেই কালে মেমসাহেবদের নিয়ে ঘুরছেন দুষ্মন্ত। I enjoy to say this। তবে এই যে আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের মধ্যে যারা থেকে গেল তারাও তো আদিবাসী। এই যে থেকে গেল যারা, সেটা কোনকালে থেকে গেছে। তারাও তো আদিবাসী। তাহলে এই যে যবন, এই যে শক্—এরাও কিন্তু আদিবাসী। অদ্ভুত হচ্ছে আদিবাসী কিন্তু আস্তে আস্তে ঐরকম ভাষাভিত্তিক ভাবে তৈরি হয় এবং তারপর culture-এর মধ্যে ঢুকে যায়। তেরোশো খ্রিস্টাব্দের middle পর্যন্ত "মুসলমান" নামটা শোনা যায় না। তার আগে কালিদাস "পালসিক" ব্যবহার করেছেন, তুরস্ক বলেছেন। "তুরস্কং নির্মায়" এরকম শব্দ আমরা শুনেছি। "তাজিক" বলা হয়েছে। এই যে তুরুত, তাজিক, তুরস্ক, পার্সিয়ান ইত্যাদি শব্দ, তাহলে এরাও তো আদিবাসী হয়ে গেলেন। আমরা কি তাদের ফেলতে পারছি, না তাদের culture না নিয়ে উপায় ছিল আমাদের। না তারা আমাদের মধ্যে মিশ্রিত হননি। তাই নয় কি? এই মিশ্রণটা যে কিভাবে হয়, তা থেকে আদিবাসীর চরিত্র খানিকটা খণ্ডিত হয়। এখন এইখানে দাঁড়িয়ে আদিবাসীর চরিত্র ঠিক রাখা উচিত কি না, শক্তপোক্ত ভাবে আমি একজন আদিবাসী বলে নিজের একটা compartment তৈরি করা উচিত কি না, আমার কিন্তু সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় মিশ্রণ যত হবে তত ভালো। তাতে culture বিনিময় তৈরি হয়, তাতে করেই কিন্তু এই ভাবনাটা আসে যে—আমরা এমন একটা সংগত culture-এর যেখানে সমস্ত ভাষাভাষি, ম্লেচ্ছ থেকে আরম্ভ করে সকলেই আছেন। এরকম একটা Integrated culture, এটাই কিন্তু অন্তত ভারতবর্ষের মতো একটা দেশের সম্পদ হওয়া উচিত। এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে, আদিবাসী culture আমরা জোর করে ধ্বংস করছি কিনা? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে ধ্বংস করছি কিনা? সেটা কখনোই হওয়া উচিত নয়। যে culture আমাদের সমস্ত culture-এর প্রতি contribute করছে। যে জায়গায় এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই মহাসমুদ্রের মধ্যে, এক-আঁজলা জল তুলে বলতে পারি না, আমি কোল, আমি মুণ্ডা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র আমার বলবার ক্ষমতা নেই। অন্তত আমার দৃষ্টিতে তাই মনে হয়েছে। এটা বলবার ক্ষমতা নেই, কেউ বলতে পারেন না। কেননা সমস্ত Non Aryan, বর্বর থেকে শুরু করে যত জাতি আছে, তাদের কিন্তু রাজকীয় use কম ছিল না। এটা শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, এই যে বঙ্গদেশে। এদের কোন

culture-এর fold-এর মধ্যে আমরা কোনোদিন আসিনি। এমনকি যে ভগদত্ত আসামে ছিলেন, যাকে নরকাসুরের ছেলে বলা হয়, এই ভগদত্ত যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু কৌরব পক্ষে। অর্থাৎ Against the Aryan culture বলা উচিত। বঙ্গদেশের যে সমস্ত লোক তাঁরা কিন্তু যোগ দিয়েছিলেন দুর্যোধনের পক্ষে। অর্থাৎ Against the Aryan culture, যদি কোন প্রতীক হয় পাণ্ডব এবং কৃষ্ণ-এর culture-এর; তার Against-এ যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারাও একটা Aryans-দের সঙ্গে লড়ছে কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না। ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এটা ভাবার দরকার আছে, "ম্লেচ্ছ" বলে যে Generic name, "বর্বর" বলে যে Generic name এদের মধ্যে যারাই এই fold-এ আছেন তাঁরা কিন্তু "আর্য" জনজাতির সঙ্গে যথেষ্ট দহরম মহরম ছিল। যদি আদিবাসী জনজাতির কথা বলি, আমি প্রাচীনদের কথা বলছি, আমি—'কোল', 'ভিল', 'মুণ্ডা'দের কথা বলছি না। ধরা যাক 'কিরাত', 'নিষাদ' ইত্যাদি। আমাকে একবার পশুপতি মাহাতো বলেছিলেন যে আপনারাই হচ্ছেন সর্বনাশের লোক। প্রথম 'নিষাদ'-এর কথাটা আপনারা বললেন যা দিয়ে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমোগমোঃ" বাল্মীকি বললেন আর সেই থেকে নিষাদদের আপনারা নষ্ট করে দিলেন। এরা কেউ আর কোনোদিন সম্মান পাবে না। ঘটনা হচ্ছে এই নিষাদ জনজাতি থেকে আরম্ভ করে, 'কিরাত' জনজাতি থেকে আরম্ভ করে যারাই 'আদিবাসী' বলে চিহ্নিত ছিলেন সেকালের দিনে, তাদের সঙ্গে রাজাদের ব্যবহারটা কিরকম? কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"। এর থেকে বড় প্রমাণ কিছু হতে পারে না। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" বলছেন, দেখুন—'আটবিক' যারা, 'কিরাত' যারা, 'নিষাদ' যারা এদের বেশি ঘাটাবেন না। বরঞ্চ যদি এদের political use করেন তাহলে এরা রাজ্যের মেইনস্-এ একটা strong holds বলে মনে রাখতে পারবেন যারা পরবর্তী কালে অন্য রাজ্যের আক্রমণকে প্রথমে ঠেকিয়ে দেবে, এবং দেখা যাবে, 'ম্লেচ্ছ' থেকে আরম্ভ করে, 'বর্বর' থেকে আরম্ভ করে, 'যবন' থেকে যে সকল জনজাতি আছে তারা তখনকার দিনে 'আদিবাসী বলে চিহ্নিত হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধে এও দেখা যায়, এদের মধ্যে কেউ কেউ কৌরবদের পক্ষে এবং কেউ কেউ পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিচ্ছেন। অনেক সময়ই এই জনজাতির লোকেরা এবং স্বয়ং কৃষ্ণ যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছেন তৎকালিন দিনে, যাকে আমরা 'আভির' বলি। 'আভির' বা পরবর্তীকালে 'আহির' বলেছি, তাঁরা ভয়ংকর রণকৌশল জানত। এমনকি যাঁদের আমরা বৃন্দাবনের গো-পালক বলি তাঁরা ভয়ংকর রকমের লাঠি, মুষ্টিযুদ্ধ এবং কুস্তি জানত। লক্ষণীয় ব্যপার হচ্ছে যে, কৃষ্ণ যখন দুর্যোধনের উপর কৃপা করে বললেন যে—তুমি বরঞ্চ "নারায়ণী" সেনা নিয়ে যাও। সেই সেনাদের যে composition বলা হয়েছে, সমস্ত গো-পালকদের নিয়ে তৈরি সেই 'নারায়ণী সেনা'। ঘটনা হচ্ছে

All these people, এই যে আদিবাসী জনজাতি যাদের কথা বলা হচ্ছে রাজারা তাদের সঙ্গে যথেষ্ট সু-সম্পর্ক রাখতেন because তারা অনেক সময়ই Mercenary হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মজা হচ্ছে এই যে "অর্থশাস্ত্রে" বার বার বলা হচ্ছে যে কতগুলো সংঘ ছিল—তারা অনেকেই সময়ে কৃষিকাজ করত, সময়ে পশুপালন করত, কিন্তু আবার সময়মতো যুদ্ধ বিদ্যাও শিখত, এইরকম ভাবে, যাতে Mercenary হিসেবে তারা যুদ্ধে যোগ দিতে পারেন। এই যে সম্পর্কটা, এই সম্পর্কটা কিন্তু আদিবাসীদের সঙ্গে এমনি এমনি তৈরি হয়নি। তাদের সঙ্গে রীতিমতো Political সম্পর্ক ছিল। এবং সেই সম্পর্কেই তারা রাজা-রাজরাদের সঙ্গ দিতেন এবং নিজেদের কাজও করতেন। ঘটনা হচ্ছে তাদের ভাষা যে আলাদা ছিল, সেই ভাষা আলাদাই ছিল সেই Stockটা তারা রক্ষা করতে পেরেছিলেন এবং আমি মনে করি এখনও পর্যন্ত ভালোভাবে সেই stock রক্ষিত আছে। কিন্তু আবার, এই যে 'অলচিকি' দেখুন আদিবাসীরা কিন্তু সেই Script ভুলেছে। কি করেছি আমরা? আমরা এতই মিশেছি যারা অন্যান্য জনজাতি কিংবা যারা Superior জনজাতি বলে নিজেদের মনে করছেন তারা এতটাই মিশেছে যে বাংলা তাদের উপর চেপে গেছে। এটা আমি কিছু অন্যায় মনে করছি না, চেপে যাবে। কিছু করার নেই। কিন্তু 'অলচিকি Script' একটা আছে। কিন্তু সেই Scriptটাকে আমরা কিন্তু ভুলতে বসেছি। কাদের দ্বারা ভুলতে বসেছি? বাংলা ভাষা তার উপর চেপে যাবার জন্য। আজকে যে Dictionary লিখতে হচ্ছে, সেখানে 'অলচিকি' শব্দকে বাংলায় লিখতে হচ্ছে—এবং পাশে একটা Meaning দিতে হচ্ছে যে বাংলায় এর অর্থ এই। এটা কেন? কারণ আদিবাসীরাই আজকে 'অলচিকি' ভুলতে বসেছে। এখন কিভাবে তাদের মনে করাব? জোর করে তাদের মনে করাব যে দেখ 'অলচিকি' তোমাদের শিখতে হবে, না হলে কিন্তু তোমাদের এই বাংলা Dictionary শেখা চলবে না। তা তো হতে পারে না। কারণ culture-এর মিশ্রণে সেখানে রামচন্দ্র ঢুকে গিয়েছেন, অনেকেই ঢুকে গিয়েছেন, আদিবাসী culture-এর মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন। এই যে একটা মিশ্রিত culture তাতে আমি মনে করি যে আদিবাসী প্রত্যেকেই ছিলেন। সেই 'আদি'-এর থেকে ভাষার সংক্রমণ, culture-এর সংক্রমণ হতে হতে আজকে আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে এটারই প্রয়োজন যে আমরা যাতে খুব ভালো করে বিনিময় করতে পারি। তাদেরটা আমরা নিতে পারি এবং আমাদেরটাও তাঁরা নিতে পারেন।

'বারণরেখা' আয়োজিত সুকুমারী স্মারক আলোচনা—'আদিবাসী ও আধুনিকতা', সেখানে প্রদত্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির ভাষণের লিপিরূপ এটা। অনুলিখন—জয়দীপ পাল।